সম্পদ ও অর্থনৈতিক কার্যাবলি
(Resource and Economic Activities)

ইউনিট
৮

ভূমিকা

মানব জীবনের দৈনন্দিন মৌলিক চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবার প্রয়োজন। এই সকল প্রয়োজনীয় বস্তুই হলো সম্পদ। সম্পদের উৎপাদন ও বন্টনকে সুষম করতে নানারকম অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়। মানুষের অভাব অসীম কিন্তু সম্পদ সীমিত। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সম্পদের অভাব মেটাতে গিয়ে নানারকম অর্থনৈতিক কার্যাবলির প্রচলন আছে। এই ইউনিটে আমরা সম্পদের ধারনা ও প্রকারভেদ, সম্পদ সংরক্ষণের উপায়, সম্পদের অর্থনৈতিক ব্যবহার, কার্যাবলি এবং উন্নয়নের সাথে সম্পদের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করবো।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৮:১: সম্পদের ধারনা ও প্রকারভেদ
পাঠ-৮:২: সম্পদ সংরক্ষণের উপায়
পাঠ-৮:৩: সম্পদের অর্থনৈতিক ব্যবহার
পাঠ-৮:৪: অনুন্নত, উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলি
পাঠ-৮:৫: উন্নয়নের সাথে সম্পদের সম্পর্ক

পাঠ-৮.১ সম্পদের ধারণা ও প্রকারভেদ (Concept & Types of Resources)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সম্পদ কাকে বলে তা বুঝতে পারবেন এবং
- সম্পদ কত প্রকার ও কী কী তা বলতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	সম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ , মানব সম্পদ এবং অর্থনৈতিক সম্পদ।

সম্পদের ধারণা

মানুষের অভাব বা চাহিদা সীমাহীন। কিন্তু যে সব দ্রব্য মানুষের চাহিদা মেটায় তার যোগান তুলনামূলকভাবে সীমাবদ্ধ। সুতরাং যে সব দ্রব্য মানুষের অভাব পূরণ করতে পারে, যে সব দ্রব্যে ক্রয়-বিক্রয় করা যায় অর্থাৎ অর্থমূল্য আছে সেগুলোকে বলা হয় সম্পদ। তবে কোনো দ্রব্যকে সম্পদ হতে হলে তার বিনিময় মূল্য থাকতে হবে। বাতাস বা সূর্য কিরণ যাদের অভাব পূরণের ক্ষমতা আছে কিন্তু বিনিময়মূল্য না থাকলেও এদেরকে সম্পদ বলা যায়। তবে পানির অভাব পূরণের ক্ষমতা আছে এবং পানির বিনিময়মূল্য আছে তাই এটিকেও সম্পদ বলা যায়। কারণ পানির উৎস সীমিত।

সম্পদের প্রকারভেদ : সম্পদ মূলত তিন প্রকার। যথা-

ক. প্রাকৃতিক সম্পদ খ. মানব সম্পদ এবং গ. অর্থনৈতিক সম্পদ

ক. প্রাকৃতিক সম্পদ : প্রাকৃতিক সম্পদ হলো প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক উপাদান যেগুলো মানুষের অভাব পূরণের সক্ষম। যেমন- ধান, সূর্যের আলো।

প্রাকৃতিক সম্পদকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. নবায়নযোগ্য সম্পদ, যেমন-সূর্যালোক ২. অনবায়নযোগ্য সম্পদ, যেমন- কয়লা ৩. অন্যান্য সম্পদ, যেমন- প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য।

খ. মানব সম্পদ : মানব সম্পদ হলো জনশক্তি। মানবশক্তি যখন সুদক্ষ ও যোগ্য জনশক্তিতে পরিনত হয় তখন দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। যেমন- পোশাক শ্রমিকগণ বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

গ. অর্থনৈতিক সম্পদ : সকল প্রাকৃতিক ও প্রক্রিয়াজাত সম্পদ যা মানব চাহিদা পূরণ করতে পারে তাকে অর্থনৈতিক সম্পদ বলে।

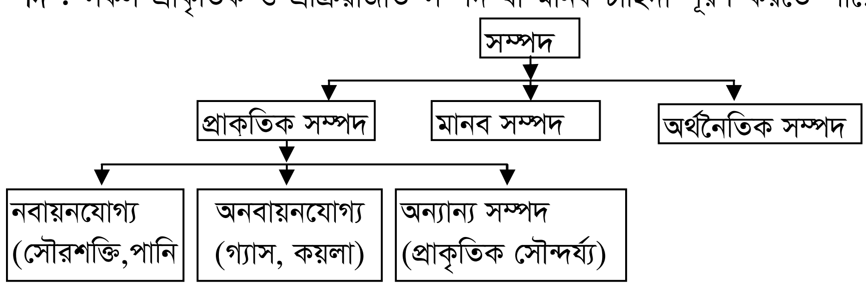

যে সকল সম্পদের মজুদ বা যোগান সীমিত এবং যেগুলো নতুনভাবে তৈরি হতে দীর্ঘ সময় লাগে সেগুলো হলো অনবায়নযোগ্য সম্পদ। যেমন- প্রাকৃতিক গ্যাস। আবার যে সকল সম্পদ বার বার বা পুনরায় গঠনশীল এবং সময়ের ব্যবধানে বিশেষভাবে পরিবর্তনশীল তাদের বলা হয় নবায়নযোগ্য সম্পদ। যেমন- জলবিদ্যুৎ। মানব সম্পদ হলো জনসম্পদ যেখানে শিক্ষিত ও কর্মদক্ষ মানব সমষ্টিকে বুঝায় যাদের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন করা যায়।

	শিক্ষার্থীর কাজ	সম্পদ কাকে বলে লিখুন। সম্পদের প্রকারভেদগুলো লিখুন।

সারসংক্ষেপ :

যে সব দ্রব্য মানুষের অভাব পূরণ করতে পারে, যাদের বিনিময়মূল্য আছে এবং যোগানের সীমাবদ্ধতা আছে তাকে বলা হয় সম্পদ। সম্পদ মূলত তিন প্রকার। যথা- প্রাকৃতিক সম্পদ, মানব সম্পদ ও অর্থনৈতিক সম্পদ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। কোনটি সম্পদের বৈশিষ্ট্য?

(ক) সম্পদ হলো শুধুমাত্র জড় পদার্থ

(খ) সম্পদ হলো এমন দ্রব্য যার অভাব পূরনের ক্ষমতা ও বিনিময় মূল্য আছে

(গ) সম্পদ হলো বিলাসী দ্রব্য।

(ঘ) সম্পদ হলো অস্থাবর ও স্থাবর জমি-জমা

২। সম্পদ মূলত কয় প্রকার?

(ক) ২ (খ) ৩

(গ) ৪ (ঘ) ৫

৩। কোনটি নবায়নযোগ্য সম্পদ?

(ক) সৌরশক্তি (খ) তাপশক্তি

(গ) প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য (ঘ) জ্বালানী কাঠ

নিচের কোনটি সঠিক?

i. ক ও ঘ ii. ঘ ও খ iii. ক ও খ iv. শুধু গ

৪।

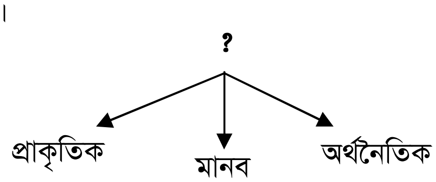

'?' চিহ্নিত স্থানে কি বসবে?

(ক) চাহিদা (খ) অভাব (গ) সম্পদ (ঘ) সংগঠন

৫। নিচের তথ্যগুলো লক্ষ্য করুন-

i. সম্পদের যোগান সীমিত হতে পারে

ii. সম্পদের কোনো বিনিময় মূল্য থাকে না

iii. জলবিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য সম্পদ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৮.২ সম্পদ সংরক্ষনের উপায় (Techniques of Resource Conservation)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সম্পদ কীভাবে সংরক্ষণ করা যায় তা বলতে পারবেন এবং
- সম্পদ সংরক্ষণ কেন জরুরী তা জানতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	সম্পদ সংরক্ষণ।

সম্পদ সংরক্ষণের উপায়

সম্পদ এমনই সব দ্রব্য যেগুলো মানুষের অসীম অভাব পূরণ করতে পারে। তবে এই সম্পদের যোগান বা মজুদ অসীম নয়। তাই সম্পদ সংরক্ষণ না করলে ভবিষ্যতে সম্পদের সংকট দেখা যাবে। সম্পদ সংরক্ষণ বলতে প্রাকৃতিক সম্পদের এমন ব্যবহারকে বুঝায়, যেন ঐ সম্পদ যথাসম্ভব অধিক সংখ্যক লোকের দীর্ঘ সময়ব্যাপী সর্বাধিক মঙ্গল নিশ্চিত করতে সহায়ক হয়।

আমরা জানি, অফুরন্ত সম্পদ যেমন- পানিশক্তি, বায়ুশক্তি ইত্যাদি পুন:সংগঠনশীল। তাই এ সকল সম্পদ উত্তম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সংরক্ষণ করা যায়। তবে অনবায়নযোগ্য সম্পদ যেমন- কাঠ-কয়লা, গ্যাস ইত্যাদি বার বার তৈরি হয় না এবং অব্যবস্থাপনার দ্বারা ব্যবহার করলে এ সব সম্পদ সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। তাই অনবায়নযোগ্য সম্পদ ব্যবহারে আরও সচেতন হতে হবে যেন অপচয় না হয়। অফুরন্ত সম্পদ যেমন- সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে সৌরবিদ্যুৎ এবং পানিশক্তিকে কাজে লাগিয়ে জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা যায় এবং এতে পরিবেশের কোনো ক্ষতি হয় না। যদি বিভিন্ন ব্যবহৃত দ্রব্যকে পুনরায় ব্যবহারের জন্য প্রক্রিয়াজাত করা যায় তবে সম্পদের অপচয় কমে যাবে। সম্পদ সংরক্ষণের জন্য আমাদের প্রথমেই বাছাই করে নিতে হবে যে কোন কোন সম্পদগুলো আমরা আগে সংরক্ষণ করবো। সম্পদের গুরুত্ব বিবেচনা করে নির্ধারণ করতে হবে কোন সম্পদসমূহ রক্ষা করা বেশি জরুরি। যেমন- অজৈব সারের প্রয়োগ হলে জমির কৃষি পন্যের ফলন বৃদ্ধি পায়। তবে কেউ যদি অতিরিক্ত সার প্রয়োগ করে তাহলে জমির ক্ষতিসাধন হয়। এক্ষেত্রে অজৈব সারের পরিবর্তে জৈব সারের ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে যাতে ভূমি সম্পদ অর্থাৎ প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় রক্ষা করা যায়। এভাবে আমাদের সুবিশাল বনজ সম্পদ, প্রাকৃতিক গ্যাস, সুপেয় পানি সম্পদ ইত্যাদি রক্ষা করতে হবে। অন্যথায় ভবিষ্যতে এই সকল সম্পদসমূহের তীব্র সংকট দেখা যাবে। তাই বাংলাদেশের ভূমি, পানি, বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ ও প্রাকৃতিক পরিবেশকে সংরক্ষণ করা উচিত এবং এ ব্যাপারে সবাইকে সচেতন হতে হবে।

	শিক্ষার্থীর কাজ	সম্পদ কী উপায়ে সংরক্ষণ করতে হবে তা আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ :

সম্পদ সংরক্ষণ বলতে প্রাকৃতিক ও অন্যান্য সম্পদের এমন ব্যবহারকে বুঝায় যাতে ঐ সম্পদ যথাসম্ভব অধিক সংখ্যক লোকের দীর্ঘ সময়ব্যাপী সর্বাধিক মঙ্গল নিশ্চিত করতে সহায়ক হয়। ভবিষ্যতে সম্পদের সংকট দূর করতে এখন থেকেই গুরুত্বানুসারে সম্পদের সংরক্ষণ প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সম্পদের সংরক্ষণ না হলে কী হবে?
ক) সম্পদ নবায়ন হবে (খ) সম্পদ সংকট তৈরি হবে
গ) সম্পদ বারবার ব্যবহার করা যাবে (ঘ) সম্পদ অব্যবহৃত থাকবে

২। সম্পদের সংরক্ষণে কোনটি লক্ষ্য রাখা উচিত?
ক) গুরুত্ব অনুযায়ী সংরক্ষণ করা (খ) সম্পদকে নিয়মিত ব্যবহার করা
গ) সম্পদ যেন শেষ হয়ে যায় (ঘ) সম্পদকে বন্টন না করে দেয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
i. ক ও ঘ ii. ক ও গ iii. শুধু খ iv. ক ও খ

পাঠ-৮.৩ সম্পদের অর্থনৈতিক ব্যবহার (Economic Use of Resources)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সম্পদ কীভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তা জানতে পারবেন এবং
- সম্পদের অর্থনৈতিক ব্যবহারের ধরণসমূহ বলতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	অর্থনৈতিক কার্যাবলি।

সম্পদের অর্থনৈতিক ব্যবহার

সম্পদ এমন সব বস্তু বা দ্রব্য যাদের বিনিময়মূল্য বা বাজারদর রয়েছে এবং এগুলো মানুষের অভাব পূরণে সক্ষম। সুতরাং সম্পদের ব্যবহার বলতে অর্থনৈতিক কার্যাবলিকেই বোঝায়। পণ্যসামগ্রী ও সেবাকার্যের উৎপাদন, বিনিময় এবং ব্যবহারের সাথে সম্পর্কযুক্ত যে কোনো ধরনের মানবীয় আচরণ যখন প্রকাশ পায় তখন তাকে বলা হয় অর্থনৈতিক কার্যাবলি। মানুষের সব কাজ অর্থনৈতিক কার্যাবলির অর্ন্তগত নয়। কেবল অর্থনৈতিক কার্যাবলি নিয়েই অর্থনীতি আলোচনা করে। অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলতে অর্থ উপার্জন ও অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত কার্যাবলিকে বুঝায়। সম্পদ কীভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উৎপাদন, বিনিময়, বন্টন ও ব্যবহার হবে তা অর্থনৈতিক কার্যাবলি দ্বারা নির্ধারণ হয়। এই অর্থনৈতিক কার্যাবলি তিন ভাগে বিভক্ত- প্রথম পর্যায়, দ্বিতীয় পর্যায় ও তৃতীয় পর্যায়।

প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলি

প্রাচীনকাল থেকে মানুষ তার নানাবিধ চাহিদা মেটানোর জন্য সরাসরি প্রকৃতির উপর নির্ভর করেছে। প্রকৃতিই প্রথম মানুষের অভাব পূরণ করার জন্য সম্পদের যোগান দিয়েছে। যেমন- প্রাচীনযুগের মানুষ কৃষিকার্যের ক্ষেত্রে বীজ বপন করে শস্য হতে নিজেদের খাবার উৎপাদন করেছে। পশু শিকার, মাছ শিকার, মধু সংগ্রহ, কাঠ সংগ্রহ, খনিজ পদার্থ উত্তোলন ইত্যাদি হলো প্রাথমিক পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলি। প্রাথমিক পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলিতে মানুষ সরাসরি প্রকৃতি থেকে সম্পদ অর্জন ও ব্যবহার করে। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ এই পদ্ধতিতেই সম্পদের ব্যবহার করতে পারছে, যেমন- কৃষিকাজ।

দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলি

মানব সভ্যতা বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষ শুধুমাত্র প্রকৃতিকেই ব্যবহার করেছে। ধীরে ধীরে মানুষ প্রথম পর্যায়ের কার্যাবলি দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রীকে গঠন ও আকারে পরিবর্তন আনে ঐ সব দ্রব্যের ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্য। সেই সময় ঐ সকল বস্তু নতুন করে ব্যবহারে বিবর্তন ঘটলে তাদের অভাব পূরণের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মানুষ খনিজ লোহা, আকরিক ইত্যাদি প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ করে তার দ্বারা ইস্পাত, টিন, লোহা, পেরেক ইত্যাদি তৈরি করেছে। আবার এইসব খনিজ পদার্থ থেকে যখন রান্নার বাসন-কোসন তৈরি করেছে তখন ঐ সব খনিজ পদার্থের ব্যবহার আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং প্রাথমিক পর্যায় থেকে উৎপাদিত পণ্যের গঠন ও আকারে পরিবর্তন এনে কোনো নতুন বস্তু তৈরির মাধ্যমে ঐ প্রাথমিক সম্পদের ব্যবহার ক্ষমতা বা অভাব পূরনের যোগ্যতা বৃদ্ধিই হলো দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলি। বাংলাদেশ, ভারত, চীন ইত্যাদি দেশে এই পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলি বহুল প্রচলিত।

তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলি

তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলিতে মানুষ উৎপাদন ছাড়াই অন্যান্য উপায়ে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যাবলি দ্বারা উৎপাদিত বস্তুসমূহের সেবাকার্য সম্পাদন ও উপযোগ বৃদ্ধি করে। উপযোগ বলতে কোনো বস্তুর অভাব পূরণ করার ক্ষমতাকে বুঝায়। পাইকারী বিক্রেতা, খুচরা বিক্রেতা, শিক্ষক, এজেন্ট, ব্যাংকার, নাপিত, রিক্সাওয়ালা, আইনজীবি, পরিবেশবিদ সবাই তৃতীয় পর্যায়ের কার্যাবলির সাথে যুক্ত জনসমষ্টি। এক্ষেত্রে সরাসরি প্রকৃতির সাহায্য বা প্রকৃতিকে

পরিবর্তনের মাধ্যমে উৎপাদিত দ্রব্য লেনদেন, বিনিময়, বিকাশ, বন্টন এবং এ সংক্রান্ত নানা রকম নতুন নতুন কাজের সৃষ্টি হয়। সাধারনত উন্নত দেশগুলোর অধিকাংশ মানুষ এই তৃতীয় পর্যায়ের কার্যাবলির সাথে সম্পৃক্ত।

শিক্ষার্থীর কাজ	সম্পদের অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলতে কী বুঝায় লিখুন। সম্পদ কী উপায়ে সংরক্ষন করতে হবে তা আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ :

সম্পদের উৎপাদন, বিনিময় ও ব্যবহারের সাথে সম্পর্কযুক্ত যে কোনো ধরনের মানবীয় আচরনের প্রকাশকেই বলা হয় অর্থনৈতিক কার্যাবলি। অর্থনৈতিক কার্যাবলি প্রধানত তিন প্রকার - প্রথম পর্যায়, দ্বিতীয় পর্যায় ও তৃতীয় পর্যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলতে বুঝায়-

(ক) সম্পদের উপযোগীতা বৃদ্ধি কমিয়ে দেয়া
(খ) সম্পদের উৎপাদন, ব্যবহার, বিনিময় সম্পর্কিত মানব আচরন ও কর্মকান্ড
(গ) প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল না থাকা
(ঘ) সম্পদের অসম বন্টন নিশ্চিত করা

২। সুপ্রাচীনকালে কোন অর্থনৈতিক কার্যাবলি প্রচলিত ছিল?

(ক) প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলি
(খ) দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলি
(গ) তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলি

৩। অর্থনৈতিক কাজ হলো-

i. মায়ের সেবা দান
ii. শিক্ষকের শিক্ষাদান
iii. নার্সের সেবা

নিচের কোনটি সঠিক

ক) i খ) ii গ) iii ঘ) ii ও iii

পাঠ-৮.৪ অনুন্নত, উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলি (Economic Activities of Underdeveloped, Developing and Developed Countries)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- অনুন্নত, উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশসমূহের অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- শিল্প গড়ে ওঠার নিয়ামকগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস করতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	অনুন্নত, উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশ।

অনুন্নত, উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলি

সম্পদের উৎপাদন, বিনিময় ও বন্টন অনুযায়ী অর্থনৈতিক কার্যাবলির পার্থক্য দেখা যায়। আমরা পূর্বের পাঠে জেনেছি, অর্থনৈতিক কার্যাবলি মূলত তিন প্রকার। যথা- প্রথম পর্যায়ের কার্যাবলি, দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যাবলি, তৃতীয় পর্যায়ের কার্যাবলি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক সামর্থ্যের উপর বিশ্বকে অনুন্নত, উন্নয়নশীল ও উন্নত এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

পৃথিবীর অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ যেমন - বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, কেনিয়া, ভুটান ইত্যাদি দেশের শতকরা প্রায় ৫০ থেকে ৮০ ভাগ মানুষই প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলির সঙ্গে জড়িত। এ সকল অর্থনৈতিক কার্যাবলির মধ্যে রয়েছে কৃষিকর্ম, পশু ও মাছ শিকার, পশুপালন, কায়িক শ্রম, খনিজ সম্পদ উত্তোলন ইত্যাদি। অন্যদিকে উন্নত দেশসমূহ মূলত তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলির সাথে জড়িত। এসব দেশের মানুষ, শিক্ষক, নার্স, ব্যবসা-বাণিজ্য, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, আইনজীবি, গবেষণা ও জনসেবামূলক কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। পৃথিবী উন্নত দেশসমূহ যেমন- যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, জার্মানি ইত্যাদি দেশ তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের উপর নির্ভরশীল।

সাধারনত অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার উন্নত দেশের তুলনায় বেশি কিন্তু শিক্ষার হার ও জীবনযাত্রার মান উন্নত দেশের তুলনায় কম। এ কারণেই প্রকৃতির উপর এইসব উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশের নির্ভরশীলতা লক্ষ্য করা যায়। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো তাই অনেকাংশে উন্নত দেশসমূহের অর্থনৈতিক সাহায্যের উপর নির্ভর করে থাকে। আবার কোনো দেশের উৎপাদিত পণ্যের উদ্বৃত্তাংশ ঘাটতি অঞ্চলসমূহে প্রেরণ করলে ঐ বস্তুর উপযোগীতা অনেক পরিমানে বৃদ্ধি পায়। এ জন্য উন্নত দেশগুলো মূলত শিল্পনির্ভর হয়ে থাকে। এখানে উন্নত দেশসমূহের শিল্পের উন্নয়ন অর্থাৎ সম্মৃদ্ধি গড়ে ওঠার নিয়ামকগুলো তুলে ধরা হলো।

শিল্প গড়ে ওঠার নিয়ামক : শিল্প মূলত প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক নিয়ামকসমূহের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে। প্রাকৃতিক নিয়ামকসমূহ মূলত তিন প্রকার। যথা- ১. জলবায়ু ২. শক্তি সম্পদের সান্নিধ্য এবং ৩. কাঁচামালের সান্নিধ্য।

প্রাকৃতিক নিয়ামকসমূহ

১. জলবায়ু : সাধারনত শীতপ্রধান ও নাতিশীতোষ্ণ দেশগুলোতে কল-কারখানায় শ্রমিকরা দীর্ঘমেয়াদে দিনে বা রাতে কায়িক শ্রমদান করতে পারে। আবার উষ্ণমন্ডলীয় দেশগুলোতে কারখানায় শ্রমিকরা সহজে ক্লান্ত হয়ে যায় বলেই এসব স্থানে কারখানা গড়ে উঠা কঠিন হয়ে পড়ে। এছাড়াও শিল্পের উন্নয়নেও আবহাওয়ায় প্রভাব রয়েছে। যেমন- বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ুর জন্যই পাট-শিল্পের প্রসার ঘটেছে।

২. শক্তি সম্পদের সান্নিধ্য : যে সব অঞ্চলে পর্যাপ্ত পরিমানে শক্তিসম্পদ সরবরাহের ব্যবস্থা আছে সেই সকল অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার শিল্প-কারখানা গড়ে উঠে। উদাহরনস্বরূপ বলা যায়- বাংলাদেশের সুনামগঞ্জে সিমেন্ট শিল্প গড়ে উঠেছে।

৩. কাঁচামালের সান্নিধ্য : যে সকল স্থানে কাঁচামাল সহজলভ্য সেই সকল স্থানে বা তার নিকটে শিল্প-কারখানা গড়ে উঠে। বাংলাদেশের রাঙ্গামাটির চন্দ্রঘোনায় প্রচুর কাঁচামালের সহজলভ্যতার জন্য (বেত ও বাঁশ) সেখানে কাগজ শিল্প গড়ে উঠেছে।

অর্থনৈতিক নিয়ামকসমূহ : শিল্প গঠনের জন্য যে সকল অর্থনৈতিক নিয়ামকসমূহ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে সেগুলো হলো-

১. মূলধন : মূলধন না থাকলে শিল্প কারখানা গঠন করা যায় না। সুতরাং মূলধন যে স্থানে সহজে পাওয়া যায় সেখানে শিল্প গড়ে উঠে।

২. শ্রমিক সরবরাহ : কারখানার জন্য প্রচুর শ্রমিক প্রয়োজন হয়। ঘনবসতিপূর্ণ দেশ যেমন বাংলাদেশে সুলভ এবং সস্তা শ্রমিক পাওয়া যায় বলে নানা রকম শিল্প এখানে গড়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় পোশাক শিল্প এদেশে সুপ্রচলিত।

৩. বাজারের সান্নিধ্য : শিল্পের উৎপদিত পণ্য বিপননের জন্য বাজারের সন্নিকটে স্থাপিত শিল্প-কারখানার উন্নয়ন বেশি হয়।

৪. সুষ্ঠু যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা : শিল্প স্থাপনের জন্য সুষ্ঠু যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা অতি জরুরি। যে দেশের আকাশপথ, স্থলপথ ও নৌপথ উন্নত তাদের শিল্প কাঠামোও বেশ উন্নত।

৫. আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার : মুক্তবাজার অর্থনীতি টিকিয়ে রাখতে হলে শিল্পের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ অত্যাবশ্যকীয়।

৬. সরকারী বিনিয়োগ নীতি : শিল্পে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে কোনো দেশের সরকার নানা ধরনের প্রণোদনামূলক নীতি গ্রহন করে যা ঐ দেশের শিল্প গঠনে সহায়তা করে।

৭. স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা : রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা কোনো দেশের শিল্পের স্থাপনায় ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। পৃথিবীর যে দেশসমূহে গনতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় তাদের শিল্প স্থাপনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ও অর্থনীতি মজবুত হয়।

শিল্পের শ্রেণিবিভাগ : খনিজ, কৃষিজ, প্রানিজ ও বনজ প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদের উপর ভিত্তি করে নানা ধরনের শিল্প গড়ে ওঠে। শিল্পকে আকার অনুসারে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- **১. ক্ষুদ্র শিল্প ২. মাঝারি শিল্প এবং ৩. বৃহৎ শিল্প।** এই তিন প্রকার শিল্পের বর্ননা নিম্নে দেয়া হলো-

১. ক্ষুদ্র শিল্প : ক্ষুদ্র শিল্প মূলত কম শ্রমিক, স্বল্প মূলধন ও কম কাঁচামালে স্বল্প পণ্য উৎপাদন করে। এই ধরনের শিল্পে ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি ও উপকরণের সাহায্য নেওয়া হয়। তাঁত শিল্প, বেত পণ্য নির্মান শিল্প এবং ডেইরি ফার্ম এই শিল্পের উদাহরণ। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশসমূহের গ্রাম ও শহর এলাকায় এই শিল্প বেশ প্রচলিত।

২. মাঝারি শিল্প : যে শিল্প ব্যক্তি উদ্যোগ ও অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সহায়তায় তৈরি হয় তাকে মাঝারি শিল্প বলে।

৩. বৃহৎ শিল্প : বৃহৎ শিল্পের মূলধন, কাঁচামালের ব্যবহার এবং শ্রমিক সবই থাকে বৃহৎ আকারে। সাধারনত বড় বড় শহরে বৃহৎ শিল্প গড়ে উঠে যেগুলোর বেশির ভাগই মূলধন ফেরত পাবার আশায় অধিক বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক লাভজনকভাবে এই শিল্প আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের সাথে যুক্ত। বস্ত্র শিল্প, লোহা ও ইস্পাতশিল্প, বিমানশিল্প ইত্যাদি বৃহৎ শিল্পের উদাহরণ।

	শিক্ষার্থীর কাজ	অনুন্নত, উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশসমূহের অর্থনৈতিক কার্যাবলির ধরণ কীরূপ লিখুন।

সারসংক্ষেপ :

পৃথিবীর অনুন্নত দেশসমূহ অধিক হারে/সাধারনত প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলির সাথে সম্পৃক্ত। উন্নয়নশীল দেশগুলো প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলিকে প্রাধান্য দেয় বেশি। তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলির ব্যাপক প্রচলন উন্নত দেশের অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। যে কোনো দেশের শিল্প গড়ে উঠে প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক নিয়ামকের উপর ভিত্তি করে এবং শিল্পের শ্রেণিবিভাগ তিন প্রকার। যেমন- ক্ষুদ্র, মাঝারী ও বৃহৎ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোনটি বৃহৎ শিল্পের উদাহরণ-
(ক) বস্ত্রশিল্প (খ) বেতশিল্প (গ) জুতা কারখানা (ঘ) ডেইরি ফার্ম

২। বাংলাদেশের প্রচলিত অর্থনৈতিক কার্যাবলির মধ্যে কোনগুলো প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলি?
(ক) ব্যবসা-বাণিজ্য (খ) বিমান শিল্প (গ) মাছ শিকার (ঘ) শিক্ষকতা

৩। কোন ধরনের শিল্পে বেশির ভাগ মূলধন ফেরত পাবার আশা থাকে-
(ক) ক্ষুদ্র শিল্প (খ) মাঝারি শিল্প (গ) বৃহৎ শিল্প (ঘ) বৃহদায়তন কুটির শিল্প

পাঠ-৮.৫ উন্নয়নের সাথে সম্পদের সম্পর্ক (Relationship between Resources and Development)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- উন্নয়নের সাথে সম্পদ কীভাবে সম্পৃক্ত তা জানতে পারবেন এবং
- কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সম্পদ আমদানি বা রপ্তানির গুরুত্ব কতটুকু তা বলতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	বাণিজ্যিক ভারসাম্য।

উন্নয়নের সাথে সম্পদের সম্পর্ক

পৃথিবীর নানা দেশে নানা ধরনের অর্থনৈতিক কার্যাবলি প্রচলিত। উন্নত দেশগুলো তাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দ্বারা সম্পদে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশসমূহ সম্পদে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বিভিন্ন দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রটোকল মেনে তাদের জনগণের চাহিদা অনুসারে পণ্য আমদানি এবং উদ্বৃত পণ্য অন্যদেশে রপ্তানি করে থাকে। সাধারনত উন্নত দেশগুলো তাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নানা রকম পণ্য রপ্তানি করে থাকে। যেমন- জাপান লোহা ও ইস্পাতের তৈরি ভারী যন্ত্রপাতি, ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রী, মোটর গাড়ি, জাহাজ ও বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য রপ্তানি করে। জাপান থেকে বিভিন্ন দেশ লোহা ও কয়লা আমদানি করে। বাংলাদেশ চাল, গম, পেট্রোলিয়াম, শিল্পসামগ্রী ইত্যাদি আমদানি করে এবং তৈরি পোশাক, চা, চামড়া, সিরামিক সামগ্রী, জুতা ইত্যাদি রপ্তানি করে।

বাণিজ্যিক ভারসাম্য ও উন্নয়নের সম্পর্ক : পৃথিবীর সকল দেশের বাণিজ্যিক ভারসাম্য সমান নয়। আমদানি ও রপ্তানির পার্থক্যের কারণেই বাণিজ্যিক ভারসাম্যেও তারতম্য দেখা যায়। বিশ্বের যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক সামর্থ্যের উপর আমদানি-রপ্তানির ভারসাম্য এবং সেই সঙ্গে উন্নয়নের সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। উন্নত দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোও শক্তিশালী, ফলে তাদের সাথে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বাণিজ্যিক ভারসাম্য অসম। তবে উন্নয়ন সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে অসম বাণিজ্যিক সম্পর্কের ব্যবধান কমতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- চীন ও ভারতের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান। এই সব দেশ থেকে বাংলাদেশের রপ্তানির থেকে আমদানি বেশি বলে একে বলা যায় বাণিজ্য ঘাটতি। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১২ সালের জানুয়ারির প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলাদেশ তৈরি পোশাক রপ্তানি করে মোট রপ্তানি আয়ের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ আয় করে। তবে চীন, ভারত, জাপান, সিঙ্গাপুর ইত্যাদি দেশ থেকে তেল, তুলা, পেট্রোলিয়াম, লোহা, ইস্পাত, গম, যন্ত্রাংশ ইত্যাদি আমদানি করে। প্রধান আমদানি অংশীদার হচ্ছে চীন এবং তা মোট আমদানির শতকরা প্রায় ১৭ ভাগ।

শিক্ষার্থীর কাজ	উন্নয়নের সাথে সম্পদের সম্পর্ক কী লিখুন।

সারসংক্ষেপ :

উন্নয়নের সাথে সম্পদের সম্পর্ক একেক দেশে একেক রকম। সাধারনত যে সকল দেশ উন্নত তারা পণ্য রপ্তানি করে। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ মূলত উন্নত দেশগুলোর পণ্য আমদানি করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। উন্নয়নের সাথে সম্পদের সম্পর্ক কোনটি দ্বারা অনুধাবন করা যায়?
(ক) আমদানি (খ) রপ্তানি (গ) মূলধনের যোগান (ঘ) রপ্তানি ও আমদানি

২। বাংলাদেশের কোন পণ্যটি ব্যাপকভাবে রপ্তানি করা হয়?
(ক) তেল খ) পোশাক (গ) কাগজ ঘ) তুলা

৩। উন্নত দেশসমূহ মূলত কোনটি করে?
(ক) রপ্তানি করে (খ) আমদানি করে (গ) পণ্য উৎপাদনে বাধা দেয় (ঘ) পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয়।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

১। যে কোনো দেশের উন্নতির কাঠামো সে দেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলির উপর নির্ভর করে এবং যা সম্পদের অভাব মেটায়। তবে সকল সম্পদ অফুরন্ত না হওয়ায় দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে স্থিতিশীল রাখতে সবার সচেতনতা আবশ্যক। ভবিষ্যতে সম্পদ সংকট দূর করতে এখন থেকেই গুরুত্বানুসারে সম্পদের সংরক্ষণ প্রয়োজন।

ক. সম্পদ কাকে বলে?
খ. "পানি এক ধরনের সম্পদ" – ব্যাখ্যা করুন।
গ. উদ্দীপকের আলোকে বিভিন্ন ধরনের সম্পদের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন।
ঘ. "ভবিষ্যতে সম্পদ সংকট দূর করতে সম্পদের সংরক্ষণ প্রয়োজন" – উক্তিটির যৌক্তিকতা বিচার করুন।

১নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর

ক. যে সব দ্রব্য মানুষের অভাব পূরণ করতে পারে, ক্রয়-বিক্রয় করা যায় অর্থাৎ অর্থমূল্য আছে সেগুলোকে সম্পদ বলা হয়।

খ. পানি প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত উপাদান যা মানুষের অভাব পূরণ করতে পারে বলেই একে সম্পদ বলা হয়।

গ. সম্পদ অফুরন্ত নয়। যে সকল সম্পদ নবায়নযোগ্য নয় তা সংরক্ষণ প্রয়োজন। প্রাকৃতিক, মানব বা অর্থনৈতিক সম্পদ- সবই আমাদের অভাব পূরণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

ঘ. সম্পদ এমনই সব দ্রব্য যেগুলো মানুষের অসীম অভাব পূরণ করতে পারে। তবে সম্পদের যোগান বা মজুদ অসীম নয়। তাই সম্পদ সংরক্ষণ না করলে ভবিষ্যতে সম্পদের সংকট দেখা যাবে। অনবায়নযোগ্য সম্পদ যেমন- কাঠ-কয়লা, গ্যাস ইত্যাদি বার বার তৈরি হয় না এবং অব্যবস্থাপনার দ্বারা ব্যবহার করলে এ সব সম্পদ সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। তাই অনবায়নযোগ্য সম্পদ ব্যবহারে আরও সচেতন হতে হবে যেন অপচয় না হয়। যদি বিভিন্ন ব্যবহৃত দ্রব্যকে পুনরায় ব্যবহারের জন্য প্রক্রিয়াজাত করা যায় তবে সম্পদের অপচয় কমে যাবে। সম্পদ সংরক্ষণের জন্য আমাদের প্রথমেই বাছাই করে নিতে হবে যে কোন কোন সম্পদগুলো আমরা আগে সংরক্ষণ করবো। সম্পদের গুরুত্ব বিবেচনা করে নির্ধারণ করতে হবে কোন সম্পদসমূহ রক্ষা করা বেশি জরুরি।

- **উপরের সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তরের আলোকে নিম্নের সৃজনশীল প্রশ্নটির উত্তর লেখার চর্চা করুন।**

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

একটি দেশের সার্বিক উন্নতির মূল এর অর্থনৈতিক অবস্থা যা অনেকাংশেই এর শিল্পের উপর নির্ভর করে। একটি উন্নত দেশের শিল্পের উন্নয়ন বেশ কিছু নিয়ামকের উপর নির্ভর করে। যার ফলে সম্পদ উৎপাদনে কার্যাবলির পার্থক্য দেখা যায়।

ক. অর্থনৈতিক কার্যাবলি কয় প্রকার?
খ. উন্নত দেশের শিল্পের প্রাকৃতিক নিয়ামক ব্যাখ্যা করুন?
গ. শিল্পের আকার অনুসারে এ শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করুন।
ঘ. ''রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা শিল্প ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করে''-যুক্তিসহ উপস্থাপন করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮:১ :	১.খ	২. খ	৩. iii	৪. গ	৫.গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.২ :	১.খ	২. ii			
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৩ :	১.খ	২. ক	৩.ঘ	৪.গ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৪ :	১. ক	২. গ	৩.গ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৫ :	১.ঘ	২. খ	৩. ক	৪. ii	